২৫ মে ২০১৫

গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ

২৫ থেকে ২৯ মে ২০১৫

গুম বা এনফোর্সড ডিস্‌অ্যাপিয়ারেন্স একটি মানবতাবিরোধী অপরাধ যা আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে স্বীকৃত। এটি বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারেরও পরিপন্থী। গুম হতে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ২ এ এটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। 'গুম করা' বলতে বোঝায় 'রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, সাহায্য অথবা মৌনসম্মতির মাধ্যমে কার্যত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক সংঘটিত গ্রেফতার, বিনা বিচারে আটক, অপহরণ অথবা অন্য যে কোন উপায়ে স্বাধীনতা হরণকে; যা কিনা সংঘটিত হয় স্বাধীনতা হরণের ঘটনা অস্বীকার অথবা গুম করা ব্যক্তির নিয়তি এবং অবস্থানের তথ্য গোপন করে তাকে আইনী রক্ষাকবচের বাইরে রাখার ঘটনাগুলোর মাধ্যমে'।

প্রতি বছর মে মাসের শেষ সপ্তাহে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তৈরী সংগঠনগুলো সারা বিশ্বে গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ পালন করে আসছে। *অধিকার*ও গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা ও একাত্মতা প্রকাশের জন্য ২৫ থেকে ২৯ মে ২০১৫ গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ পালন করছে। গুমের বিরুদ্ধে এই সপ্তাহটি ১৯৮১ সালে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের নিয়ে গড়ে ওঠা ফেডেফেম নামক ল্যাটিন আমেরিকার একটি সংগঠন প্রথম পালন করা শুরু করে। পরবর্তীতে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে গণমানুষের সংগঠনগুলো সারাবিশ্বে সপ্তাহটি পালন করে আসছে। সেই সময় ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে একনায়কতান্ত্রিক অন্ধকার যুগে অনেকেই গুম হয়েছিলেন। সপ্তাহটি পালন করার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল গুমের বিরুদ্ধে প্রচারণাকে ত্বরান্বিত করা।

অধিকার এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্‌অ্যাপিয়ারেন্সস (আফাদ) এর সদস্য হিসেবে গুম জনিত অপরাধ প্রতিরোধে কাজ করছে। ২০০৯ সাল থেকে *অধিকার* গুম জনিত অপরাধের ঘটনাগুলোর তথ্য সংগ্রহ করছে এবং গুম হতে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদ অনুমোদনের জন্য প্রচারণা চালাচ্ছে। *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ২০৫ জনের গুম হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ২০ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ৬৫ জনকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখানো বা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এখন পর্যন্ত ১১২ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। গুমের ঘটনাগুলোর সঙ্গে র‍্যাব, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা জড়িত বলে ভিক্টিম পরিবারগুলো অভিযোগ করেছেন।

২০১৫ এর এপ্রিল পর্যন্ত ৯৪টি দেশ গুম বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছে এবং ৪৬টি দেশ এই আন্তর্জাতিক সনদ অনুসমর্থন বা গ্রহণ করেছে। *অধিকার* মনে করে মানবাধিকার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ সরকারের গুম হওয়া থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদ অনুমোদন এবং এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা একান্ত কর্তব্য। *অধিকার* প্রতিটি গুমের ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়াসহ গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য জোরালো দাবি জানাচ্ছে।